বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ৮১১০
www.bapard.gov.bd; e-mail-dgbapard@yahoo.com

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) এর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা (ইনোভেশন) ২০১৯-২০২০ এর ৫.১.১ ধারা অনুযায়ী বাছাইকৃত ও নির্বাচিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা সমূহের তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণার শিরোনাম	বাস্তবায়নকারীর নাম	পদবী
০১	'ফিস ডিজিজ ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে মাছ চাষ সহজীকরণ'	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম	সহকারী পরিচালক (মৎস্য)
০২	'বাপার্ড কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপণের মাধ্যমে চাষীদের কৃষি কাজ সহজীকরণ'	জনাব মোঃ শামীম আহমেদ	সহকারী পরিচালক (কৃষি)
০৩	'স্বল্প খরচে ইনকিউবেটরের মাধ্যমে ডিম হতে বাচ্চা উৎপাদন'	জনাব মোঃ রাফিউল ইসলাম	সহকারী পরিচালক (প্রাণীসম্পদ)
০৪	'বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রোগ্রাম পরিচালনার মাধ্যমে communicable disease প্রতিরোধ করা'	জনাব ডাঃমোঃ ইব্রাহীম মোল্লা	মেডিকেল অফিসার

উল্লেখ্য যে, নির্বাচিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা সমূহের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ক'-'ঘ' এ সন্নিবেশিত করা হলো।

২৬/১০/২০১৯

(ড.মোঃ আলমগীর হোসেন)
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ও ইনোভেশন অফিসার

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-৮১১০
www.bapard.gov.bd; e-mail-dgbapard@yahoo.com

উদ্যোগ/ধারণার শিরোনাম-(০১): ফিস ডিজিজ ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে মাছ চাষ সহজীকরণ

ভূমিকাঃ

দেশের প্রতিটি মানুষই চায় নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাবার। ফলে নিরাপদ পুষ্টি সরবরাহের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মত ও রোগমুক্ত মাছ উৎপাদন করার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিরাপদ পুষ্টি যোগদান দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। কারণ অধিক মুনাফার আশায় চাষীরা অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করে, ফলে মাছ বিভিন্ন রোগ আক্রান্ত হয়। দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য চাষীরা নিকটস্থ বাজার থেকে বেশি দামে মানহীন অতিমাত্রায় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে। এর ফলে অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক মানুষের শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাই ফিস ডিজিজ ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে মাছের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা দ্বারা অতিমাত্রা যত্রতত্র এন্টিবায়োটিক/মেডিসিন ব্যবহার কমানো যাবে ও নিরাপদ পুষ্টি সরবরাহের ব্যবস্থা হবে।।

উদ্দেশ্যাবলিঃ

- মাছের রোগ বালাই প্রতিকার ও নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরের সাথে জড়িত চাষীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- নিরাপদ ও বিষমুক্ত মৎস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করণে পরামর্শ প্রদান।

ফিস ডিজিজ ক্লিনিকের কাজঃ

মৎস্য চাষীদের বর্তমান চিকিৎসা পদ্ধতিঃ

↓

মাছ রোগে আক্রান্ত হলে নিকটস্থ বাজারে যায় অথবা নিকটস্থ কোম্পানীর প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ

↓

মাছের পরীক্ষা ছাড়াই অতিমাত্রায় এন্টিবায়োটিক প্রদান যা অতিমাত্রায় ব্যয়বহুল ও স্বাস্থ্য ঝুঁকিপুর্ণ

↓

মানুষের শরীরে এন্টিবায়োটিক এর রেসিডিউল উপাদান থাকে

↓

ভোক্তা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়

নতুন সেবাদান পদ্ধতিঃ

↓

মাছ রোগে আক্রান্ত হলে, পুকুরের পানিসহ চাষী মোবাইলে যোগাযোগ/ছবি তুলে/ নিজে ফিস ডিজিজ ক্লিনিকে নমুনা পাঠাতে পারবে

↓

নমুনা পরীক্ষণ

↓

চিকিৎসা প্রদান (বিনামূল্যে)
[আবশ্যিক না হলে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার নয়, তবে প্রয়োজন হলে WHO কর্তৃক অনুমোদিত এন্টিবায়োটিকব্যবহার করা যেতে পারে।]

পরিশিষ্ট 'ক'

ছবিতে ফিস ডিজিজ ক্লিনিকের নতুন সেবাদান পদ্ধতিঃ

ধাপঃ১- কোন চাষীর মাছ রোগে আক্রান্ত হলে, মোবাইলে যোগাযোগ/ছবি তুলে/ নিজে ফিস ডিজিজ ক্লিনিকে নমুনা পাঠাতে পারবে

ধাপঃ২- নমুনা পরীক্ষণ (পানি ও মাছের নমুনা)

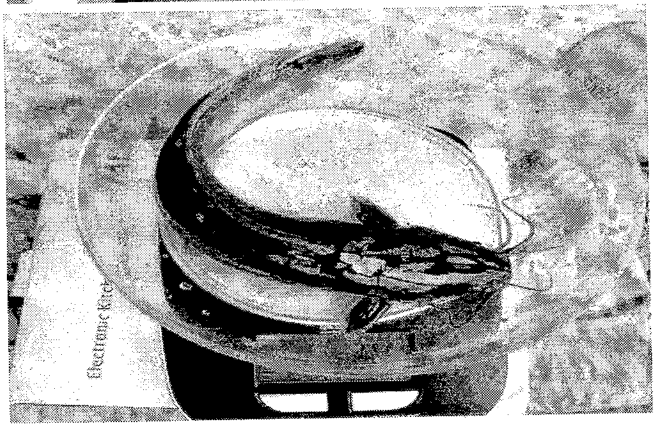

ধাপঃ৩- ফলাফল (সুস্থ সবল ও নিরাপদ মাছ)

পরিশিষ্ট ‘ক’

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	উদ্যোগের মধ্যে নতুনত্ব
সময় ও অর্থ বেশি ব্যয় হয়	যাতায়াত সমস্যা ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব	মাছ রোগাক্রান্ত কম হবে
মাছ অনিরাপদ হয়	বেশি ডোজে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার	খরচ কম, নিরাপদ মাছ উৎপন্ন হবে

প্রত্যাশিত ফলাফলঃ মাছের রোগ বালাই প্রতিকার হবে, নিরাপদ মাছ উৎপাদিত হবে, মৎস্য চাষীর অর্থ ব্যয় কমে যাবে এবং সার্বিক ভাবে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

উদ্ভাবনী আইডিয়া থেকে TCV (টিসিভি) সংক্রান্ত ফলাফলঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	সময়	ব্যয়	যাতায়াত
০১.	আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	০২ দিন	৫০০ টাকা	৪ বার
০২.	আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০১ দিন	০০ টাকা	০১ বার
০৩.	আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে পার্থক্য	০১ দিন	৫০০ টাকা	০৩ বার
০৪.	সুফল	সময় বাঁচবে	অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিগত খরচ নেই	যাতায়াতের কম প্রয়োজন হবে

পরিশিষ্ট 'ক'

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-৮১১০
www.bapard.gov.bd; e-mail-dgbapard@yahoo.com

উদ্যোগ/ধারণার শিরোনাম-(০২): 'বাপার্ড কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপণের মাধ্যমে চাষীদের কৃষি কাজ সহজীকরণ'

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিই বাংলাদেশের প্রাণ। গ্রামীণ অর্থনীতি এখনো অনেকটা কৃষির উপরেই নির্ভরশীল। তাই গ্রামীন মানুষের আয় বৃদ্ধি, জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষির আধুনিকায়ন অপরিহার্য। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলসহ সমগ্র দেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষে জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) কৃষিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকে। পরামর্শ সেবা প্রদানের অংশ হিসাবে বাপার্ডে কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে কৃষক/কৃষাণী/কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রসার ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হবে। একজন সেবাগ্রহীতা এ কেন্দ্র হতে সরাসরি অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে কৃষিবিষয়ক যে কোন সমস্যার সমাধানসহ আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্য সেবা পাবেন। ফলে দেশের যেকোন অঞ্চল বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মানুষের কৃষি ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়ন তথা জীবন মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

সুবিধাসমূহঃ

- সহজে কৃষি সেবা পাবে। ভ্রমন না করে ও টেলিফোনে/ মোবাইলে/ অনলাইনে/ ফেসবুক পেইজে সেবা পাবে
- আধুনিক কৃষি পদ্ধতির প্রচার, প্রসার হবে
- কৃষি বিষয়ক লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন

প্রচলিত কৃষি পরামর্শ সেবা পাওয়ার পদ্ধতি	**কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সেবার পদ্ধতি**
অভিজ্ঞ কৃষকের নিকট হতে সার, বীজ ও কীটনাশক ডিলারের নিকট হতে কৃষি অফিসে ভ্রমনের মাধ্যমে	সরাসরি পরামর্শ কেন্দ্রে হাজির হয়ে কৃষকের মাঠ পরিদর্শন করে পরামর্শ প্রদান সেলফোন বা অনলাইনের মাধ্যমে

বিদ্যমান সমস্যা	**সমস্যার মূল কারণ**	**উদ্যোগের মধ্যে নতুনত্ব**
সহজে কৃষি সমস্যার সঠিক সমাধান পায়না	পরামর্শ কেন্দ্রের অপ্রতুলতা	সহজে কৃষি সেবা পাবে। ভ্রমন না করে ও অনলাইনে/ মোবাইলে/ টেলিফোনে/ফেসবুক পেইজে সেবা পাবে
আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে জানে না	গতানুগতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ	আধুনিক কৃষি পদ্ধতির প্রচার, প্রসার হবে

পরিশিষ্ট 'খ'

প্রত্যাশিত ফলাফলঃ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রসার ও কৃষি সমস্যার সমাধান।

উদ্ভাবনী আইডিয়া থেকে TCV (টিসিভি) সংক্রান্ত ফলাফলঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	সময়	ব্যয়	যাতায়াত
০১.	আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	০৫ দিন	৫০০ টাকা	৫ বার
০২.	আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০১ দিন	১০০ টাকা	০১ বার
০৩.	আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে পার্থক্য	০৪ দিন	৪০০ টাকা	০৪ বার
০৪.	সুফল	সময় বাঁচবে	খরচ কমবে	ভ্রমন কমবে

পরিশিষ্ট 'খ'

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-৮১১০
www.bapard.gov.bd; e-mail-dgbapard@yahoo.com

উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণার শিরোনাম (০৩): স্বল্প খরচে ইনকিউবেটরের মাধ্যমে ডিম হতে বাচ্চা উৎপাদন

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের প্রায় ৮০% লোক গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। তাদের আয়ের প্রধান উৎস কৃষি এবং সহায়ক আয়ের কর্মসংস্থান হলো গবাদিপশু ও পোল্ট্রি পালন। দেশে এখনও প্রাণিজ আমিষ ও ডিমের ঘাটতি রয়েছে। এ লক্ষে তারা নিজস্ব উদ্যোগে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন করে কিন্তু খামারীরা সময়মত বাচ্চা প্রাপ্তি ও বাচ্চা স্বল্পতার কারনে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং অনেকে মুরগি পালনের উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। তবে ইনকিউবেটরের মাধ্যমে যেকোন সময় এবং অধিকহারে বাচ্চা উৎপাদন করা সম্ভব। এজন্য বাপার্ড একটি ক্ষুদ্র প্রকল্প (ইনকিউবেটরের মাধ্যমে মুরগির বাচ্চা উৎপাদন) গ্রহন করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ইনকিউবেটর সরবরাহ করা হবে।

সুবিধাসমূহঃ

- ✓ যেকোন সময়ে স্বল্প খরচে অধিকহারে বাচ্চা উৎপাদন করা সম্ভব
- ✓ বাচ্চা সহজলভ্য হওয়ায় কারনে খামারীরা পালনে উৎসাহিত হবে

উদ্যোগের বিবরনঃ

প্রচলিত মুরগি পালন	ইনকিউবেটর হতে বাচ্চা উৎপাদনের মাধ্যমে মুরগি পালন
মুরগি ডিম দিলে তা সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে সেই মুরগির মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপায়ে স্বল্প পরিসরে বাচ্চা ফুটান হয় কিন্তু সেই বাচ্চা অনেক সময় রোগাক্রান্ত হয়ে, শিকারী পাখির দ্বারা বা নানাবিধ দুর্ঘটনায় মারা যায়। ফলে পরবর্তীতে ডিম সংগ্রহ করে আবার বাচ্চা ফোটাতে অনেক সময় লাগে এবং অনেকে মুরগি পালনের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে	✓ খামারীদের উদ্বুদ্ধকরনের মাধ্যমে কয়েকটি পরিবারের মধ্যে অথবা একটি পাড়ায় একটি ইনকিউবেটর স্থাপন করা হবে। ✓ সম্মিলিতভাবে অধিক বাচ্চা উৎপাদন করে প্রত্যেকে পালন করতে পারবে। ✓ কোন কারনে বাচ্চা মারা গেলে পুনরায় ডিম দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাচ্চা উৎপাদন করে নিজের সুবিধামত খামার করে পালন করতে পারবে; ✓ যেকোন সময় বাচ্চা উৎপাদন করা যায় বিধায় বাচ্চা প্রাপ্তির দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে লাভজনক উপায়ে বাচ্চা পালনে মনোযোগী হতে পারবে।

পরিশিষ্ট 'গ'

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	উদ্যোগের মধ্যে নতুনত্ব
স্বল্প বাচ্চা উৎপাদন	প্রাকৃতিক উপায়ে মুরগির সক্ষমতা কম	অধিক হারে বাচ্চা উৎপাদন
বাচ্চা উৎপাদন সময় সাপেক্ষ	মুরগি নির্দিষ্ট সময় ছাড়া ডিমে তা দেয় না	যেকোন সময়ে বাচ্চা উৎপাদন করা সম্ভব

প্রত্যাশিত ফলাফলঃ গ্রামের প্রতিটি পরিবারে ছোট আকারে খামার গড়ে উঠবে এবং গ্রামীন জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ হবে।

উদ্ভাবনী আইডিয়া থেকে প্রাপ্ত টিসিভি (TCV) সংক্রান্ত ফলাফলঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	সময়	ব্যয়	ভ্রমন
০১.	আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	৫১ দিন	১২০০ টাকা	৩০ বার
০২.	আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	২১ দিন	৩০০ টাকা	২০ বার
০৩.	আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে পার্থক্য	৩০ দিন	৯০০ টাকা	১০ বার
০৪.	সুফল	সময় বাঁচবে	খরচ কমবে	ভ্রমন কমবে

পরিশিষ্ট 'গ'

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-৮১১০
www.bapard.gov.bd; e-mail-dgbapard@yahoo.com

উদ্যোগ/ধারণার শিরোনাম-(০৪): 'বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রোগ্রাম পরিচালনার মাধ্যমে communicable disease প্রতিরোধ করা'

ভূমিকাঃ

দেশের প্রতিটি মানুষের অন্যতম একটি মৌলিক চাহিদা হলো চিকিৎসা। সুস্থ্য, সবল ও স্বাভাবিক থাকা মানুষের একটি প্রধান মৌলিক অধিকার। বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) এর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আগত সকল প্রশিক্ষনার্থীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপার্ড স্বাস্থ্য কেন্দ্র কাজ করে। বাপার্ড ল্যাবরেটরি স্কুল ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রোগ্রাম পরিচালনা করে শিশুদের communicable disease প্রতিরোধ করা হবে। ফলে বিদ্যালয়গামী শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং রোগ প্রতিরোধ করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

উদ্যোগ/ধারণার মূল কার্যক্রমঃ

- Dewarming Programme পরিচালনার মাধ্যমে বিদ্যালয়গামী শিশুদের অপুষ্টি দূর করা ;
- হাতে কলমে "Hand wash" Programme পরিচালনা করা;
- বিদ্যালয়গামী শিশুদের মানুষিক স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা;
- হাতে কলমে "দাঁত ব্রাশ" করা শেখানো;
- Autistic শিশুদের জন্য "Elusive Autis" সচেতনতা Programme পরিচালনা করা
- Primary Health Care Programme পরিচালনা করার মাধ্যমে ছোয়াছে রোগ প্রতিরোধ করা;
- পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে Motivational Speech প্রদান করা।

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	উদ্যোগের মধ্যে নতুনত্ব
বিদ্যালয়গামী শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা	শিশুদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব	সহজে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে ধারণা পাবে। শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।
Autistic শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের থেকে পিছিয়ে থাকা	গতানুগতিক চিন্তাধারার ফলে Autistic শিশুদের মানসিক রোগী হিসাবে Treat করা	Autistic শিশুদের মানুষিক বিকাশ বৃদ্ধি পাবে এবং স্বাভাবিক শিশুদের মত সকল ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।
বিদ্যালয়গামী শিশুদের পড়াশোনায় অমনোযোগিতা	শিশুদের Motivation না করা	বিদ্যালয়গামী শিশুদের পড়ালেখায় আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয়মুখী হবে।

পরিশিষ্ট 'ঘ'

মাহামুদুল হাসান
লাইব্রেরিয়ান
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-৮১১০